প্রথম অধ্যায়

ইসলামে বিশ্বাসসমূহ

(শিক্ষক ও অভিভাবকগণ নিজেরা পড়ে শিশুদের বুঝিয়ে দিবেন। পড়ার ও মুখস্ত করার জন্য শিশুদের ওপর চাপ দিবেন না। শিশুরা শুধু চিহ্নিত শিরোনাম গুলো বই দেখে খাতায় লিখবে ও খাতার নিজের লেখা দেখে পড়বে)

১. আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ তাআলা সবকিছু সৃষ্টি করেন, তাদের পালন ও রক্ষা করেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়; শুধু তাঁরই ইবাদাত করতে হবে।

২. ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ তাআলার ইবাদাত ও হুকুম পালনে ফেরেশতাগণ নিয়োজিত। তাঁরা নূরের তৈরি; তাঁরা নারীও নন, পুরুষও নন। তাঁদের সংখ্যা অগণিত।

৩. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

আসমানি কিতাবসমূহ আল্লাহ তাআলার বাণী। তিনি রাসূলগণের নিকট সর্বমোট ১০৪ খানা কিতাব নাযিল করেছেন। সর্বশেষ কিতাব আল-কুরআন, এ কিতাবটি নির্ভুল, শুদ্ধ ও পবিত্র।

৪. নবি-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস

মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে অনেক নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা ছিলেন আল্লাহ পাকের মনোনীত বান্দা, তাঁরা পাপমুক্ত; তাঁরা মানুষকে আল্লাহর দিকে ডেকেছেন, সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখিয়েছেন। সর্বশেষ নবি ও রাসূল হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

৫. আখিরাতে বিশ্বাস

আখিরাত হলো পরকাল। মৃত্যুর পরের জীবন। সেখানে দুনিয়ার জীবনের সকল কাজের হিসাব দিতে হবে। আখিরাতের ধাপগুলো হলো : কবর, কিয়ামাত, হাশর, মিযান, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম। ভালো কাজের পুরস্কার জান্নাত, আর মন্দ কাজের শাস্তির জন্য পাবে জাহান্নাম।

৬. তাকদীরে বিশ্বাস

তাকদির হলো ভাগ্য বা নিয়তি। মানুষের ভালো ও মন্দ আল্লাহ তাআলার হাতে, তাই তাঁর ওপরই ভরসা করতে হবে।

৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে প্রতি বিশ্বাস

মরার সাথে সাথে মানুষের জীবন শেষ হবে না। আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর পর আবার মানুষকে জীবিত করবেন। হাশরের মাঠে সকল মানুষকে জড়ো করবেন। তখন আল্লাহ আমাদের বিচার করবেন।

মুসলমানদের কাছে আল্লাহ প্রেরিত ৪ জন বিশেষ মর্যাদার মানুষ, নবি ও রাসূল :

(শিশুরা শুধু নামগুলো মুখস্ত করবে ও বই দেখে লিখবে)

১. আদম (আলাইহিস সালাম)

প্রথম মানুষ ও মানব জাতির আদি পিতা।

২. হাওয়া (আলাইহাস সালাম)

দ্বিতীয় মানব ও মানব জাতির আদি মাতা।

৩. ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)

মুসলমান জাতির পিতা।

৪. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

সর্বশেষ নবি ও রাসূল। তাঁর ওপর পবিত্র আল কুরআন নাযিল হয়েছিল; আমরা তাঁর উম্মত।

আল্লাহ তাআলার ৪ জন বিশেষ মর্যাদাবান ফেরেশতা :

(শিশুরা শুধু নামগুলো মুখস্ত করবে ও বই দেখে লিখবে)

১. জিবরীল (আলাইহিস সালাম)

ফেরেশতাদের সর্দার। তিনি নবি ও রাসূলদের নিকট আল্লাহ পাকের ওহি পৌঁছে দেন।

২. ইসরাফিল (আলাইহিস সালাম)

আল্লাহ তাআলার হুকুমে দুনিয়া ধ্বংসের ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত রয়েছে। তিনি শিঙ্গাতে ফুঁ দিলে সৃষ্টি-জগৎ ধ্বংস হবে ও কিয়ামাত কায়েম হবে।

৩. মীকাঈল (আলাইহিস সালাম)

বৃষ্টি বর্ষণ ও উদ্ভিদ জগৎ দেখভালের কাজে নিয়োজিত আছেন।

৪. মালাকুল মউত (আলাইহিস সালাম)

প্রাণিকুলের প্রাণ বা জান কবজের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

৪ খানা আসমানি কিতাবের নাম :

(নির্দেশনা : শিক্ষক ও অভিভাবকগণ নিজেরা পড়ে শিশুদের বুঝিয়ে দিবেন। শিশুরা শুধু কিতাবের নামগুলো মুখস্ত করবে ও বই দেখে লিখবে)

১. তাওরাত : আল্লাহ তাআলা নবি ও রাসূল মূসা (আলাইহিস সালাম) ওপর তাওরাত নাযিল করেছিলেন। এ কিতাব বিকৃত ও বাতিল হয়ে গেছে।

২. যাবুর : আল্লাহ তাআলা নবি ও রাসূল দাউদ (আলাইহিস সালাম) ওপর যাবুর নাযিল করেছিলেন। এ কিতাব বাতিল হয়ে গেছে।

৩. ইনজিল : আল্লাহ তাআলা নবি ও রাসূল ঈসা (আলাইহিস সালাম) ওপর নাযিল করেছিলেন। এ কিতাব বিকৃত ও বাতিল হয়ে গেছে।

৪. আল কুরআন : আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ রাসূল ও বিশ্বনবি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর আল-কুরআন নাযিল করেছেন। বর্তমান মানব জাতির ওপর এই কিতাব জারি ও বহাল রয়েছে। কিয়ামাত পর্যন্ত সকল মানুষকে এই কিতাব অনুসরণে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

জান্নাতের স্তর ৮ টি :

(শিশুরা নামগুলো মুখস্ত করবে
ও বই দেখে খাতায় লিখবে)

জান্নাতুল ফিরদাউস	দারুস সালাম
দারুল খুলদ	দারুল মুকাত
জান্নাতুল মাওয়া	জান্নাতুন নাঈম
জান্নাতু আদন	দারুল কারার

জাহান্নামের স্তর ৭ টি :

(শিশুরা নামগুলো মুখস্ত করবে
ও বই দেখে খাতায় লিখবে)

সাঈর	লাযা
সাকার	জাহীম
জাহান্নাম	হাবীয়া
হুতামাহ	

নবিজির ৪ জন বড় সাহাবি ও খলিফার নাম :

(শিশুরা নামগুলো মুখস্ত করবে ও বই দেখে খাতায় লিখবে)

আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)
উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু)
উসমান (রদিয়াল্লাহু আনহু)
আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)

সিহাহ সিত্তাহ বা ছয়খানা সহীহ হাদীসগ্রন্থ ও সংগ্রাহকদের নাম :

আস-সহীহ আল-বুখারি	ইমাম বুখারি রহ.
আস-সহীহ আল-মুসলিম	ইমাম মুসলিম রহ.
জামে আত-তিরমিযি	ইমাম তিরমিযি রহ.
সুনানু আবী দাউদ	ইমাম আবূ দাউদ রহ.
সুনানু ইবনু মাজাহ	ইমাম ইবনু মাজাহ রহ.
সুনানুন নাসায়ী	ইমাম নাসায়ী রহ.

আশারাহ মুবাশশারাহ বা জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবির নাম

আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)

উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু)

উসমান (রদিয়াল্লাহু আনহু)

আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)

আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রদিয়াল্লাহু আনহু)

আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু)

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)

তালহা ইবনু উবায়দিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু)

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রদিয়াল্লাহু আনহু)

সাঈদ ইবনু যাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)

কুরআনে বর্ণিত নবি ও রাসূলগণের নামের তালিকা :

১. আদম (আঃ)
২. ইদ্রিস (আঃ)
৩. নূহ (আঃ)
৪. হুদ (আঃ)
৫. সালিহ (আঃ)
৬. ইবরাহীম (আঃ)
৭. ইসমাইল (আঃ
৮. লূত (আঃ)
৯. ইসহাক (আঃ)
১০. ইয়াকুব (আঃ)
১১. ইউসুফ (আঃ)
১২. আইয়ুব (আঃ)
১৩. শুয়াইব (আঃ)
১৪. মূসা (আঃ)
১৫. হারুন (আঃ)
১৬. সুলাইমান (আঃ)
১৭. দাউদ (আঃ)
১৮. যাকারিয়া (আঃ)
১৯. ইয়াহইয়া (আঃ)
২০. ইলিয়াস (আঃ)
২১. আল ইয়াসা (আঃ)
২২. যুলকিফল (আঃ)
২৩. ইউনুস (আঃ)
২৪. ঈসা (আঃ)
২৫. মুহাম্মাদ (সাঃ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলমানের কাজসমূহ

(শিক্ষক ও অভিভাবকগণ নিজেরা পড়ে শিশুদের বুঝিয়ে দিবেন। শিশুরা শুধু ঈমানী বাক্য ও ৫টি খুঁটির নাম মুখস্ত করবে এবং বই দেখেই খাতায় লিখবে)

ইসলামের মূল কাজ বা রুকন (খুঁটি) ৫টি :

১. কালিমা বা ঈমান

ঈমানী বাক্য হলো **'লা— ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'**। অর্থ হলো : আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। এটা জবানে বলা, অন্তরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করা ও এর ভিত্তিতে জীবন পরিচালনার নাম ঈমান।

২. সালাত বা নামায

সবচেয়ে মূল্যবান ইবাদাত হচ্ছে সালাত। দৈনিক ৫ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা বান্দার জন্য ফরয;
সালাত না পড়লে মানুষ বড় গুনাহগার হবে।